18 APR 2016

নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা চাই

সমাজ | তাসকিন আল আনাস

শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ন্যায়বিচারের জন্য' আন্দোলন দেখছি। যার সর্বশেষ উদাহরণ তনু হত্যাকাণ্ড। সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠল প্রতিবাদে। প্রশ্ন হচ্ছে, তনুর সঠিক বিচার পেলেই কি আমরা থেমে যাব? স্বয়ং প্রধান বিচারপতিই যখন বলেন প্রচলিত আইনে তনু হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্ভব নয়, তখন নিজেই অনুধাবন করি তনুর জন্য শুধু এই সরব আন্দোলন নয়, করতে হবে গোড়া থেকে সংস্কার। আনতে হবে চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন, আন্দোলন হতে হবে নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে।

১৬ কোটি মানুষের দেশে ১৬ কোটি কারণ, কয়টা বা মনে থাকে! এখন যে তরুণরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে এই শক্তি যদি নৈতিক মূল্যবোধের মশাল জ্বেলে দিতে পারত তবে তার আলোয় হয়তো ধরা পড়ে যেত এই কুকর্মকারীদের চেহারা। কেন্দ্রীয় কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে সব ধরনের অধিকার আদায়ের জন্য যদি চিন্তা করা হতো, তাহলে কখনও পানির জন্য আন্দোলন, কখনও ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন, কখনও সাগর-রুনির জন্য রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হতো না। যদি আজ তরুণরা খুঁজে বের করত কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, কী কী কারণ, তবেই হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনো তনুকে প্রাণ দিতে হবে না। যে পুরুষ বাবা হয়, ভাই হয়, স্বামী হয়; সে যখন একজন ধর্ষকে পরিণত হচ্ছে, তখন সময় এসেছে এর শিকড় খুঁজে বের করার।

হ্যাঁ, পৃথিবীর অনেক আন্দোলন আমাদের অধিকার আদায় করতে সাহায্য করেছে। আন্দোলনের অমূল্য অবদান আমি কখনও অস্বীকার করব না। ব্রিটিশদের কাছ থেকে উপমহাদেশের মানুষের মুক্তি, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন– সব কিছুই এসেছিল আন্দোলনের মাধ্যমে। কিন্তু সেই আন্দোলনগুলো ছিল একটি অধিকার আদায়ের আন্দোলন, আন্দোলনগুলো ছিল কেন্দ্রীভূত এবং পরিষ্কার এজেন্ডা অনুযায়ী; কিন্তু যখন আজ বিক্ষিপ্তভাবে একটি হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য রাস্তায় আন্দোলন হয়, তখন এটি তারুণ্য শক্তির অপচয় ছাড়া আর কী?

একটি উপসংহারে আসার চেষ্টা করি, ধর্ষণ মূলত একটি সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি, যা একদিনে ঘটে না; সামাজিক পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে এমনটা হয় বলে মনে করি। তাই আমাদের উচিত সাস্টেইনেবল সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের সুরাহা করা। যেসব ইভটিজার, ধর্ষক বন্দি আছে তাদের গবেষণার আওতায় এনে উপযুক্ত কারণ খুঁজে বের করা– কেন বারবার এমন হচ্ছে, শাস্তি আছে জেনেও কেন এমনটা ঘটছে। কারা দায়ী এর পেছনে। স্কুল-কলেজে, এমনকি উচ্চশিক্ষায়ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা উচিত। যেসব বন্ধু মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে তাদের ত্যাগ করে নয় বরং বোঝানো, তার মাও একজন নারী। একজন মাকে তার সন্তানদের সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করা উচিত, যাতে তার সন্তান সতর্ক হয়। তবেই তনুর মতো হত্যাকাণ্ড আর ঘটবে না।

আন্দোলন নয়, সঠিক জ্ঞানের বিকাশ ও ধর্ষণের কারণ খুঁজে বের করে তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলাই এখন তরুণ প্রজন্মের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। শুধু একটি আন্দোলনের সফলতায় তরুণ প্রজন্ম খুশি হয়ে গেলে আবার যে পথে দাঁড়াতে হবে না তা কেউ বলতে পারে না।